আল-ওয়াকিয়া | Al-Waqi'a | ٱلْوَاقِعَة

আয়াতঃ ৫৬ : ৮১

আরবি মূল আয়াত:

أَفَبِهٰذَا الحَدِيثِ أَنتُم مُّدهِنُونَ ﴿٨١﴾

অনুবাদসমূহ:

তবে কি তোমরা এই বাণী তুচ্ছ গণ্য করছ? — আল-বায়ান

তবুও কি তোমরা এ বাণীকে তুচ্ছ মনে করছ? — তাইসিরুল

তবুও কি তোমরা এই বাণীকে তুচ্ছ গণ্য করবে? — মুজিবুর রহমান

Then is it to this statement that you are indifferent — Sahih International

৮১. তবুও কি তোমরা এ বাণীকে তুচ্ছ গণ্য করছ?(১)

(১) আয়াতে مُدْهِنُونَ শব্দটি শৈথিল্য প্রদর্শন করা ও কপটতা করা, তুচ্ছ জ্ঞান করা, খোশামোদ ও তোয়াজ করার নীতি গ্রহণ করা, গুরুত্ব না দেয়া এবং যথাযোগ্য মনোযোগের উপযুক্ত মনে না করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানেও কুরআনী আয়াতের ব্যাপারে কপটতা, মিথ্যারোপ, গুরুত্বহীন ও তুচ্ছ জ্ঞান করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। [কুরতুবী]

তাফসীরে জাকারিয়া

(৮১) তবুও কি তোমরা এই বাণীকে তুচ্ছজ্ঞান করবে? [1]

[1] حَدِيث থেকে কুরআন কারীম উদ্দেশ্য। مُدَاهَنَةٌ বলা হয় এমন নম্রতা ও শৈথিল্য ভাবকে, যা বিরোধীর বিপক্ষে অবলম্বন করা হয়। (এখানে সম্বোধন মুশরিক ও মুনাফিকদেরকে করা হয়েছে, বলা হয়েছে তোমরা কি এই কুরআনকে মানতে তোষামোদ, চাটুবৃত্তি ও মোসাহেবির পথ অবলম্বন করবে অথবা তা মিথ্যা ও তুচ্ছজ্ঞান করবে?) অথবা মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে যে, তোমরা কি এই কুরআনকে মানতে কাফের ও মুনাফিকদের বিপক্ষে নম্রতা ও শৈথিল্য ভাব প্রকাশ করবে? অথচ প্রয়োজন হল তাদের বিরুদ্ধে চরম কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার। অর্থাৎ, এই কুরআনকে অবলম্বন করার ব্যাপারে সমস্ত কাফেরদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য নরম ভাব ও বিমুখতার পথ অবলম্বন করছ। অথচ এই কুরআন যা উল্লিখিত গুণাবলীর অধিকারী, তা এই দাবী রাখে যে, তাকে সানন্দে (গর্বের সাথে) অবলম্বন করা হোক।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=5060

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন